কারবালার শিক্ষা
মুফতি ফজলুল হক আমিনী
কারবালার শিক্ষা
মুফতি ফজলুল হক আমিনী
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
naJmul haider-01911031184 • THE LIGHT
কারবালার শিক্ষা
মুফতি ফজলুল হক আমিনী
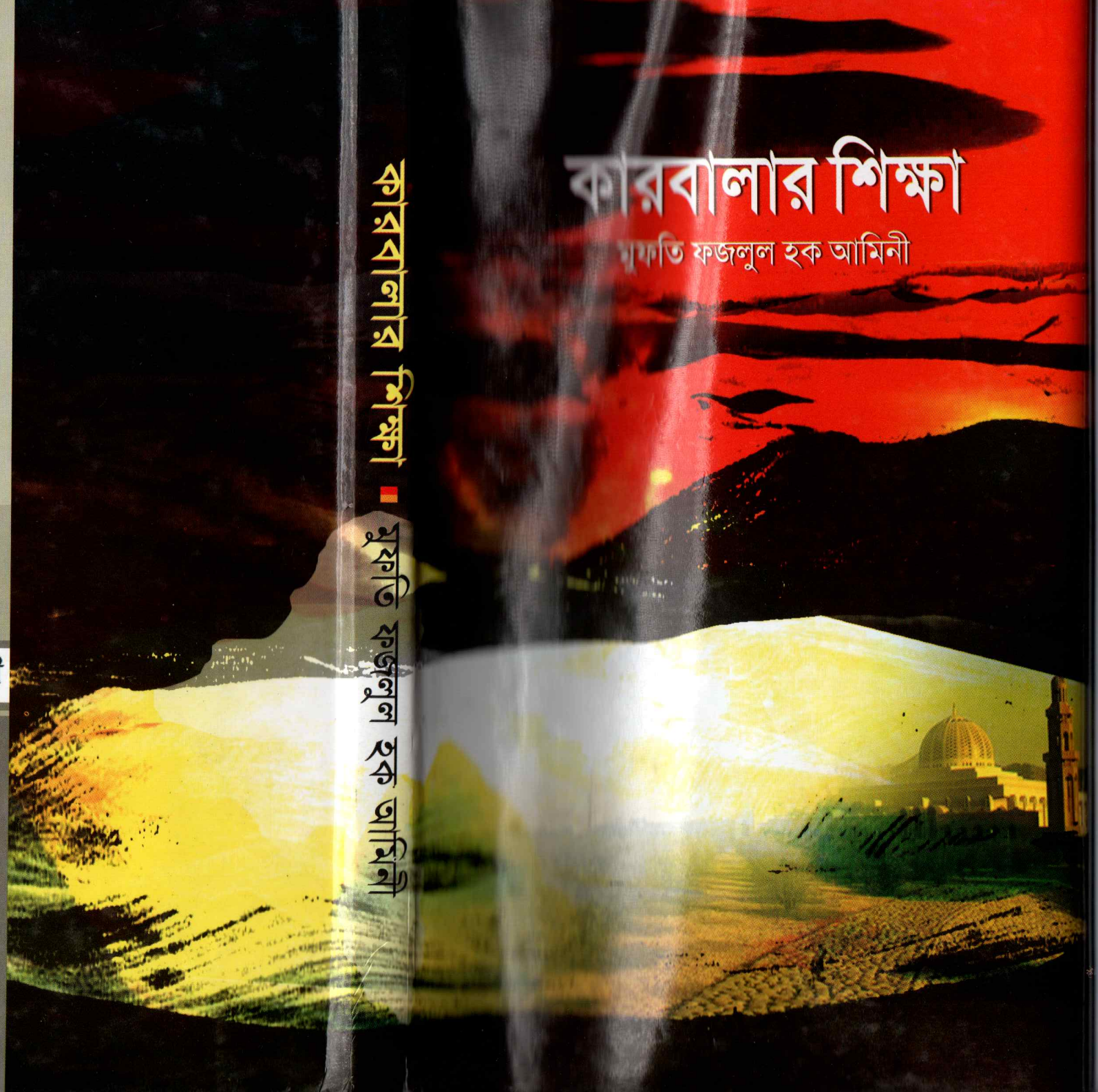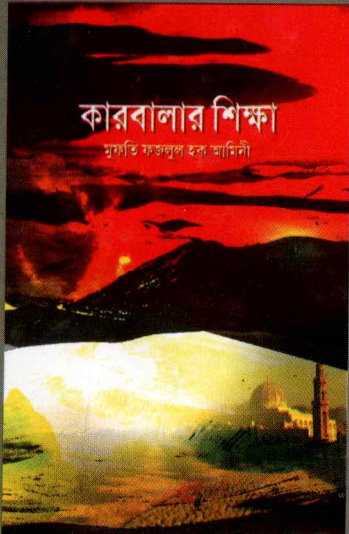
بسم الله الرحمن الرحيم

কারবালার শিক্ষা

মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী
প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস
জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া
লালবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯, চকবাজার, ১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

কারবালার শিক্ষা

মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী

প্রকাশনায় ঃ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ ঃ

জুলাই– ১৯৯২ ইংরেজী

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী কর্তৃক ৫৯, চকবাজার, ১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ
হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ)-এর দারাজাত
বুলন্দের উদ্দেশ্যে–

যিনি কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র
রওযা মুবারককে সামনে রেখে বাংলার যমীনে
খেলাফত প্রতিষ্ঠার বজ্র শপথ নিয়ে
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত
রেখেছিলেন।

ফজলুল হক আমিনী

প্রকাশকের কথা

প্রকাশনার জগতে 'কারবালার শিক্ষা' যেমন একটি নতুন সংযোজন, একটি নতুন নাম এবং একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ, 'ইসলামী গবেষণা সেন্টার বাংলাদেশ' ও একটি নতুন সংস্থা, একটি নতুন উদ্যোম। এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এর শুভযাত্রা। সম্প্রতিকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিপথগামীতা ও ইসলাম বিদ্বেষী প্রকাশনার উম্মাদনা প্রতিরোধে একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ। নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী কার্য্যক্রম সুদূর প্রসারী, এর কর্মসূচী ব্যাপকভিত্তিক।

ইসলামকে সকল অপসংস্কৃতির কবল থেকে মুক্ত করে গবেষণা ও সুশৃংখল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক প্রকাশ, ইসলামী তমদ্দুনের চেতনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ এবং গবেষণালব্ধ তথ্যবহুল রচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় ইসলামী তাহযীবের পূর্ণতা অর্জন এ প্রকাশনী অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সে হিসাবে অত্যন্ত ধীরে সুস্থে অন্যান্য সব কিছুর সক্রিয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েই আমরা প্রথমে পাঠকদের উপহার দিচ্ছি তথ্যবহুল ও অমর চেতনার ধারক একটি অবশ্য পাঠ্য রচনা 'কারবালার শিক্ষা'।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নয়নমণি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে মর্মান্তিক ও দুঃখজনক অধ্যায়।

এ ঘটনায় শুধু বিশ্ব মুসলিমই নয়, অমুসলিম সম্প্রদায়ের পাথরসম হৃদয়কোণেও সমবেদনার কম্পন জাগিয়েছে। আকাশের ফেরেশ্‌তা থেকে শুরু করে বেহেশ্‌তের হুর-পরীসহ পৃথিবীর প্রাণী জগতের প্রতিটি সদস্যের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যে মহামানবকে উদ্দেশ্য করে এই পৃথিবীর সৃষ্টি, যাঁর আগমন হবে বলেই দুনিয়া ও আখেরাতের এ বিপুল আয়োজন, মস্ত বড় এ পৃথিবীর প্রাণী ও জড়জগত যাঁর শোকর গুজারী করে অহর্ণিষ, সেই জগৎপ্রিয় বিশ্ব নবীর এত আদরের পাত্র, কলিজার টুকরার এমন মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র সৃষ্টি জগতের এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। না হওয়াটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল।

ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষায় ঐতিহাসিকগণ বহু পুস্তিকা রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এ ঘটনার উপর কলম চালিয়েছেন অনেক স্বনামধন্য লেখক ও সাহিত্যিক। কিন্তু

পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ লেখক এ ঘটনাকে ইতিহাসের নীরিখে রচনা না করে আজবগল্প ও রূপকথার কাহিনীর মত সাজাতে গিয়ে ভাষা ও সাহিত্যের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি সাধনের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন বড় চতুরতার সাথে। আর এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টার উদ্ভব নতুন করে সৃষ্টি হয়নি। তা শুরু হয়েছিল ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই। ইসলামকে যারা বাঁকা চোখে দেখতে অভ্যস্ত, সেইসব জাতশত্রুরা অত্যন্ত চতুরতার সাথেই এ কাজটি আনজাম দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। তারা মহামনিষীদের জীবন চরিত্রে এমনসব ভিত্তিহীন বিষয়বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, যার ফলে তাঁদের বিশুদ্ধতম জীবন ইতিহাস উদ্ধার করা সত্যান্বেষীদের জন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত কঠিন এক কাজ। আর তাদের এ কুচক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আমাদের অনেক সহজ সরল লেখকও কলম চালাতে গিয়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন নিজেদের অজান্তে। যে কারণে অনেক লেখকের লিখনীতে শত্রুদের পরিবেশিত ভুল তথ্যাদিরও সমাবেশ দেখা যায় প্রচুর।

বিগত ১৪০৭ হিজরী সনের ৮ই মুহররম দিবাগত রাতে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফ্‌তী ফজলুল হক আমিনী পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে মাদ্রাসার হাদীসকক্ষে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তাঁরই শাগরিদ মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেব একত্রিত করে পাঠক সমাজের সামনে হাজির করে দিয়েছে।

এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি দিলে বইটি যদিও আরো আগেই প্রকাশ করা ছিল বাঞ্চনীয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতার ভারে আজ অব্দি তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী তার পদক্ষেপ জাতির সামনে উপস্থাপন করার সাহস দেখিয়েছে। পুস্তকখানায় কারবালার প্রকৃত ঘটনা, বর্তমান যুব সমাজের করণীয় কাজ এবং এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ মাত্রই ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে, এ পুস্তিকায়ও ভুল থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পাঠক সমাজের সুদৃষ্টি থাকলে পরবর্তীতে আমরা তা সংশোধন করার আশা রাখি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের শ্রমকে স্বার্থক করে এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবূল করুন। এটাই আমাদের একামাত্র কাম্য।

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

প্রসংগ কথা

প্রশংসা যত শুধু আল্লাহ'র জন্যেই নিবেদিত। যিনি সৃষ্টি লগ্নেই মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় করেছেন সম্মানিত। তাদের দেখিয়েছেন সীরাতে মুস্তাকীম বা সহজ, সরল, সঠিক চলার পথ এবং যিনি যুগ থেকে যুগান্তরে সেই পথের দুর্জয় সাহসী সংগ্রামী সৈনিকদের মদদ যুগিয়েছেন পদে পদে।

রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক খাতামুন্ নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র উপর। যাঁর নিরলস সংগ্রাম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে একটি ঘৃণ্য জাতি পেয়েছিল মর্যাদার সর্বোচ্চ আসন। রহমত নাযিল হোক তাঁর সুযোগ্য সাহাবী ও পরিবার-পরিজনের উপর, যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আর নিঃস্বার্থ কুরবানীর বদৌলতে আজ আমরা নিজেদের মুসলমান পরিচয়ে গর্ববোধ করতে পারি।

কিছু কিছু অতীত থাকে, যার কারণে ইতিহাস হয়ে উঠে সমৃদ্ধ ও ঘটনাবহুল। সে সবের মাঝে কালবালার ঘটনাও সেই বিশেষত্বের সত্যিকার দাবীদার। কারবালার ইতিহাস আজ মুসলিম জাহানের প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হলেও সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক নামীদামী জনেরাও এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভ্রান্তির বেড়াজালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন। আজ আলেম সমাজের প্রয়োজন সঠিক ইতিহাস মানুষের সামনে উপযোগ্য করে তুলে ধরা। সময়ের এই তীব্র অনুভূতিই মূলতঃ আমাকে এ ক্ষেত্রে সামান্য পদক্ষেপ নেয়ার সাহস ও মদদ যুগিয়েছে।

'কারবালার শিক্ষা' নামক পুস্তিকাটি প্রকৃত পক্ষে আমার নিজস্ব কোন লেখা নয়; বরং ১৯৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৪০৭ হিজরীর ৮ই মুহররম লালবাগ মাদ্রসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে আমি যে আলোচনা করেছিলাম, এটি তারই অংশ বিশেষ। সে আলোচনাকেই আমার একান্ত স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যেব অক্লান্ত মেহনত ও পরিশ্রম করে বই আকারে পাঠক সমাজের সামনে হাজির করার হিম্মত দেখিয়েছে এই প্রচেষ্টার সুফল আল্লাহ তাকে দান করুন। আমি বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে যথাসম্ভব সংশোধন এবং প্রয়োজনের নিরিখে কিছু কথা সংযোজনও করে দিয়েছি।

কারবালার এই হৃদয় বিদারক, মর্মস্পর্ষী ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ কি ছিল, এ সম্পর্কে মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন–

'হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শহীদী আত্মা এখনও চিরন্তর সত্যের কণ্ঠ নিয়ে পৃথিবীর বুকে গর্জে উঠছে, বিশ্ব মুসলিমকে আহ্বান জানাচ্ছে এ পথের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ পথে অগ্রসর হয়ে ছিলেন হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'? কিসের তাড়নায় প্রথমে মদীনা থেকে মক্কা, অতঃপর মক্কা থেকে কূফা হিযরত করলেন তিনি? কেনই বা নিজেকে স্বপরিবারে আল্লাহ'র রাহে উৎসর্গ করার মানসিকতা তাঁর মাঝে জেগে উঠেছিল?

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ত্যাগ ও কুরাবানীর একমাত্র উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত বিষয় সমূহই ছিল–

এক ঃ কুরআন সুন্নাহ'র সংবিধান সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

দুই ঃ ইসলামী দণ্ডবিধি নতুন করে পূর্ণাঙ্গভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত করা।

তিন ঃ রাজতন্ত্রের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে খেলাফত আ'লা মিনহাযিন্ নবুয়্যতের ভিতকে মজবুত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা।

চার ঃ সত্যের সংগ্রামে স্বীয় জীবন, ঐশ্বর্য্য এবং ছেলে সন্তানের মায়া-মমতা কাটিয়ে জীবন উৎসর্গ করা।

পাঁচ ঃ ক্ষমতার দাপটের মুখে সত্যের পথে চির সংগ্রামী বীর মুজাহিদগণ যেন নিষ্প্রভ হয়ে না যায়, তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

ছয় ঃ কারো হুংকারে ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে দুঃখে কষ্টে আল্লাহ'কে স্মরণ রাখা এবং তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করে সর্বাবস্থায় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।'

অতঃপর মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতি আবেগঝরা ভাষায় তিনি বলেন–

'আমাদের সমাজে কি এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটবে না যে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নয়নমণি, কারবালার প্রান্তরে নির্মমভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে শাহাদাতের শরাব পানকারী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আহ্বানে সাড়া দিবে, আর তাঁর উত্তম চরিত্র ও সৎকর্মকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিবে?

প্রভু হে! আমাদের হৃদয়ে আপনি আপনার রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র, তাঁর সুযোগ্য সাহাবায়ে কেরামের ও পবিত্র আহলে বাইতের খাঁটী প্রেম ও নিঃস্বার্থ মুহাব্বত ঢেলে দিন এবং দুর্জয় কদমে যেন তাঁদের পথে চলতে পারি, সে তাওফীক আপনি আমাদের দান করুন। আমীন।' (১)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মর্মান্তিক শাহাদাতের বাস্তবতাকে সামনে রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনে যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ ও সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে জেহাদী জযবা সৃষ্টি করে দিন। বিশেষতঃ আজকের মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্যের নবদীক্ষিত স্বাধীনচেতা যুব সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণের পথ পরিহার করে 'সায়্যেদু শাবাবি আহ্লিল জান্নাহ্' হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রদর্শিত পথ অনুসণের রাস্তা সুগম করে দিন এবং কবির এ পংক্তির পরিপূর্ণ প্রতিফলন আমাদের ভিতর ঘটান–

تیری شباب امانت ہے ساری دنیا کی

توخار زار جہاں میں گلاب پیداکر

'গচ্ছিত আমানত তোমার এই যৌবন, সারা পৃথিবীর
হে ক্ষীণ দূর্বল! সৃষ্টি কর জগত তরে শান্তির নীড়।'

ফজলুল হক আমিনী
তাং- ২৫/৬/৯২ইং

১। শহীদের কারবালা (উর্দ্দূ) পৃষ্ঠা– ৬০৭। ১১০-১১১

পাঠ নির্দেশনা

বিষয়	পৃষ্ঠা

আশুরার তত্বকথা

হিজরী সনের সর্ব প্রথম মাস মুহররম। এ মাসের গুরুত্ব অন্যান্য মাস থেকে আলাদা। বিশেষতঃ আশুরা অর্থাৎ ১০ই মুহররম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় একটি দিন। পবিত্র মাহে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে উম্মতের উপর এদিনের রোযা ছিল ফরয। রমযানের রোযা ফরয হওয়ায় পর এই রোযা নফলে পরিণত হয়। (১)

হাদীস শরীফের বর্ণনামতে এ দিবসে রোযা রাখা নফল হওয়া সত্বও এর গুরুত্ব কমে যায়নি বিন্দুমাত্র। যদি কোন ব্যক্তি এ দিন রোযা রাখে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ব ও পরবর্তী পূর্ণ এক বৎসরের গুনাহ্ মাফ করে দেন। (২) আর কেউ যদি এ দিবসে নিজ পরিবার-পরিবর্গের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করে, আল্লাহ তা'আলা পুরো বৎসরের জন্য তার রুজী রোজগারে বরকত দান করেন। (৩)

আশুরার পবিত্র দিবসটি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার কারণেই শুধু তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বের আসন পায়নি। বরং মানব ইতিহাসে বহু তাৎপর্যবহ ও পুণ্যময় ঘটনা জড়িয়ে আছে এ দিনটির সাথে। এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা কবূল করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামে'র উপর নমরূদ কর্তৃক প্রজ্জলিত ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডকে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হওয়ার নির্দেশ

---

(১) বুখারী শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮
(২) মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা - ১৭৯, মুসলিম শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৭৮/৩৭৯
(৩) ফতওয়ায়ে রহীমিয়া, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৩৮০

দিয়েছিলেন। এদিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা 'আলাইহিস্ সালাম'কে স্ব-জাতি বনী ইসরাঈলসহ ফেরাউনের অত্যাচার থেকে নাজাত দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনায় চলে আসার পর মদীনার ইহুদীদের এ দিনে রোযা রাখতে দেখে প্রশ্ন করলেন– 'তোমরা এ দিবসে কিসের রোযা রাখ? তদুত্তরে ইহুদীরা জানাল– 'আমাদের প্রিয় নবী হযরত মূসা 'আলাইহিস্ সালাম' এবং তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈল এ দিবসেই ফেরাউনের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, আর এ দিনেই ফেরাউন স্ব-দলবলে লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল। নিমজ্জিত হয়ে ইহধামে বাদশাহী করার খায়েশ ফুরিয়েছিল চির জনমের জন্য। আমরা এর শোকর আদায়ের লক্ষ্যে এ দিনটিতে রোযা রেখে থাকি।

'এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বললেন– 'হযরত মূসা 'আলাইহিস্ সালামে'র অনুসরণের দাবীদার তোমাদের চেয়ে আমি বহুগুণে বেশী।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নিজে আশুরার রোযা রাখেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দেন। (১)

উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, শুধুমাত্র কারবালার ঘটনার কারণেই এ দিবসটি তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেনি। বরং আল্লাহ পাক হযরত হুসাইন'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের জন্য এমন একটি মুবারক দিবস নির্বাচিত করেছেন, যে কারণে তাঁর শাহাদাতের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ দিনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সকলের নিকট দিবসটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

১। বুখারী শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৬৮
মুসলিম শরীফ, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৩৭৮-৩৭৯
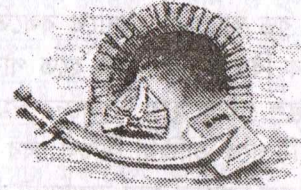
কারবালার পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক কথা

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে হুযূর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কত বেশী ভালবাসতেন, তার বর্ণনা মিলে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে। শিশু হুসাইনের ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') কথাই ধরা যাক। কি গভীর সম্পর্ক ছিল নানাজীর সাথে।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নামায আদায় করছেন, আর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মওকা খুঁজছেন নানাজীর সাথে একটু খেলাধূলা করার। এই সুযোগটি এসে যায় রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' যখন সিজদায় চলে যান। সিজদারত পেয়ে হুসাইন ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') চড়ে বসেন মহানবী 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র পৃষ্ঠদেশে। আর দয়ার সাগর মহানবী তখন নড়াচড়া করতেন না। মাথা উঠাতেন না সিজদা থেকে। শিশু হুসাইন ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেমে না আসা পর্যন্ত পড়ে থাকতেন তিনি সিজদায়। (১)

অন্য হাদীসে মহানবী 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এরশাদ করেন–

'হে প্রভু! আমি হুসাইনকে ভালবাসি, তুমি তাকে ভালবেস। আমার কলিজার টুকরা হুসাইনকে যারা ভালবাসবে, তাদেরও তুমি ভালবেস।' (২)

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে ভালবাসতে গিয়ে ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থি কোন কাজে জড়িয়ে যাওয়াকে হুযূর 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বৈধতার সনদ দিয়েছেন।

১। সিয়ারুস সাহাবা, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ৪২
২। ইবনে মাজাহ শরীফ, পৃষ্ঠা - ১৩, তিরমিযী শরীফ, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২১৮

বড় আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আজকাল শিয়াদের চক্রান্তের থাবা থেকে বিশ্ব মুসলিম মুক্ত হতে পারছে না। মুসলিম মিল্লাত শিয়াদের তাজিয়া মিছিলে শরীক হয়ে নিজেদের ঈমান আক্বীদা নষ্ট করছে। 'ইসলামের দৃষ্টিতে যেমনিভাবে তাজিয়া মিছিল বের করা, মাতম করা অবৈধ, তেমনি এ সকল কাজকর্ম দর্শনের জন্য রাস্তাঘাটে ভীড় জমানও নিষিদ্ধ।' (১)

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানূতুবী (রঃ) বলেন–

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কতিপয় উলামায়ে কেরাম আশুরার দিনে হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র জীবন চরিতের উপর আলোচনাকে শরীয়ত সম্মত মনে করে এ ধরনের আলোচনায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন। আবার কতিপয় উলামায়ে কেরাম তাকে শরীয়ত বিরোধী মনে করে এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান বর্জন করে থাকেন এবং অন্যদেরকেও বর্জন করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে উভয় দলের অভিমত স্ব-স্ব স্থানে সঠিক। তা বুঝার জন্য একটি উদাহরণ আমাদের সামনে থাকলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন একই ঔষধ কিংবা একই খাদ্যের ভিতর বিভিন্ন প্রকার কার্যকারিতার সামাবেশ দেখা যায়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার ব্যবহারেও পরিবর্তন আসে এবং কার্যকারিতার মাঝেও দেখা যায় বিভিন্নতা। কোন রুগীর জন্য একটি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। আবার একই রোগে আক্রান্ত অন্য রুগীর জন্য এ ঔষধটিই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

যেমন কোন ডাক্তার কোন রুগীকে একটি প্রেসক্রিপশন দিলেন, অথচ অন্য এক ডাক্তার একই রোগে আক্রান্ত অন্য রুগীকে দিয়েছেন ভিন্ন প্রেসক্রিপশন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এখানে ডাক্তারদ্বয়ের প্রেসক্রিপশনের ভিন্নতা সুস্পষ্ট, তথাপি জ্ঞানীজন তাকে কখনো ডাক্তারের অপরিপক্কতা হিসাবে গণ্য করবেন না; বরং রোগ ও স্থানের ভিন্নতার কারণে প্রেসক্রিপশনের পরিবর্তন মনে করে তাকে গ্রহণ করবেন।

---

(১) ফত্ওয়ায়ে দারুল উলুম -হযরত মুফতী শফী (রহঃ), খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫৯-৬০

ঠিক তেমনি যে সকল উলামায়ে কেরাম হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র জীবন চরিত আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করে এধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্য মানুষকে এ কথা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া যে, খাঁটী দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে জীবনের উপর মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যে কোন প্রতিকুল অবস্থার মুকাবেলা করতে হবে এবং নিজেকে পাহাড়সম দৃঢ় ও স্থির রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই নিজের ভিতর সামান্যতম দূর্বলতা ও হীনমন্যতা সৃষ্টি করা যাবে না।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' জীবনের উপর মৃত্যুর চরম ঝুঁকি নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে, জান-মাল, পরিবার-পরিজন, ক্ষুধা-পিপাসা এমন কি স্বীয় সম্বলহীনতার প্রতিও কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে একমাত্র 'মাওলার রেযামন্দি'র উদ্দেশ্যে সবকিছু উৎসর্গ করে গেছেন। সুতরাং আমাদেরকেও জীবনের উপর চরম ঝুঁকি নিয়ে হলেও খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

আর যে সকল উলামায়ে কেরাম এ ধরনের আলোচনা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে, অন্যদেরকেও দূরে থাকতে পরামর্শ দেন, তাঁদের যুক্তি হল– এই দিনে এ ধরনের আলোচনার দ্বারা শুধুমাত্র শিয়াদের ভিত্তিহীন কর্মকাণ্ডের প্রচার হয়ে থাকে। সুতরাং এ ধরনের আলোচনার দ্বারা সমাজের সাধারণ মানুষের উপর কুপ্রভাবই বেশী বিস্তার লাভ করে। অথচ সাধারণ মানুষের সত্যমিথ্যা যাঁচাইয়ের যোগ্যতা বড় একটা থাকে না। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়াদের ভিতর ছোটখাট বিষয় নিয়ে মতানৈক্যের বাস্তবতা সম্পর্কে তারা আদৌ জ্ঞাত নয়।

উপমা হিসেবে হযরত মূসা 'আলাইহিস সালাম' ও হযরত হারুন 'আলাইহিস সালামে'র পরস্পর অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং হযরত খিযির 'আলাইহিস সালাম' ও হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামে'র পরস্পর প্রশ্নোত্তর-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গুলো সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বিষয়। যার দর্শন ও হেকমত পবিত্র কুরআনে সুন্দরভাবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এ সূক্ষ্ম জ্ঞানগুলোর মোটেও খবর রাখে না। এ জন্য তাদের সামনে এমন কোন বিষয়বস্তুর আলোচনা সমীচীন নয়, যার ফলে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের প্রতি তাদের বিরূপ

মনোভাব জন্ম নেয়ার সম্ভাবনা থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টির সনদ প্রদান করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

তাই তাঁদের জীবন চরিত আলোচনা করতে গিয়ে যদি মানুষের অন্তরে কারও সম্পর্কে সামান্যতম বিরূপ মনোভাব জন্ম নেয়, তবে নিঃসন্দেহে এটা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যা আদৌ কারো কাম্য হতে পারে না। অতএব তাঁদের মতে আশুরার দিনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা না করাই শ্রেয়।' (১)

যেহেতু আশুরার দিনে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করার বা না করার পক্ষে ও বিপক্ষে অভিমত রয়েছে, তাই যদি কেউ এ বিষয়ের উপর আলোচনা করার মনোস্থীর করে, তবে তার এ আলোচনা হতে হবে একমাত্র ইক্বামাতে দ্বীনের লক্ষ্যে, জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে। এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করে যুব সমাজকে খোদার রাহে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করে যদি কোন সাহাবা সম্পর্কে করা হয় কটুক্তি, আনা হয় যদি তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এবং নির্বিচারে তাঁদের গালমন্দ করে অশ্রাব্য ভাষায় কটাক্ষ করা হয়। তবে তার জন্য এটা হবে মারাত্মক অন্যায়, যার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।

রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এরশাদ করেন–

'আমার ওফাতের পর আমার সাবাহাবাগণের পারস্পরিক মতানৈক্যের (ইখতেলাফের) কারণ জানতে চাইলাম আমার প্রতিপালকের কাছে, তিনি অহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দিলেন– হে মুহাম্মদ! তোমার সাহাবারা আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তাদের মাঝে মর্যাদার ভিন্নতা রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আলোর দিক দিশারী। তাদের মতবিরোধপূর্ণ যে কোনদিক

(১) ফতওয়ায়ে রহীমিয়া, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ৩৫৯-৩৬০

যে কেউ গ্রহণ করুক, আমার নিকট সে হেদায়াতের উপর রয়েছে।' রাসূল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলেন– 'আমার সাহাবাগণ তারকাতুল্য, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পেয়ে যাবে।' (১)

'সুপ্রসিদ্ধ তাব্য়ে তাবেয়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কে একবার প্রশ্ন করা হল– 'হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মাঝে উত্তম কে?' প্রশ্ন শোনামাত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ক্রোধে জ্বলে উঠলেন, ইতিপূর্বে তাঁকে এত রাগান্বিত হতে কেউ কোন দিন দেখেনি। তিনি বললেন– 'হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে তুলনা করছ তুমি ওমর বিন আব্দুল আযীযের (রহঃ)? খোদার শপথ! নবী করীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র সাথে জিহাদ করতে গিয়ে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ঘোড়ার নাকের ছিদ্র পথে ধূলির যে কণিকা প্রবেশ করেছে, সে কণিকা থেকে একটি কণিকা ওমর বিন আব্দুল আযীযের (রহঃ) তুলানায় শতগুণে উত্তম।' (২)

কিন্তু আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক বর্তমান, যারা না বুঝে ভ্রান্ত আক্বীদার সস্তা বই পাঠ করে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি করে বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র। অথচ আকাবিরগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মুখ খুলতেন।

(১) হায়াতুস সাহাবা, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ৫-৬

(২) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (মূলগ্রন্থ) খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৩৯
হযরত মু'আবিয়া আওর তারিখী হাক্বায়েক্ব, পৃষ্ঠা - ২৩৮
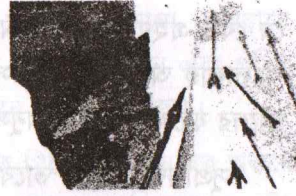
কারবালার ঘটনার মূল্যায়ন

আমাদের সমাজে আরেকটি দলের সরব পদচারণা রয়েছে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তারা হযরাত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের কুরবানীর গুরুত্বকে স্বীকার করতে যেন কুণ্ঠাবোধ করেন। অথচ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কুরবানী নিয়ে তাদের ব্যতি-ব্যস্ততার অন্ত নেই। এ কথা ঠিক যে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করে গেছেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই বলে তো তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সকল সাহাবাদের মর্যাদার আসন ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে যেতে পারেননি। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সাহাবাদের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে কি কারবালার ঘটনার চেয়ে খাট করে দেখার অবকাশ রয়েছে? এরূপ ধারণা কিছুতেই স্বীকার করে নেয়া যায় না। বরং তা হবে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর আঘাতের শামিল। তায়েফের ময়দানে হযরত রাসূলে কারীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' দ্বীনের জন্য যে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন, তার গুরুত্ব কি তারা স্বীকার না করে পারবেন? হযরত উসমান ও হযরত হামযা 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'র শাহাদাতের করুণ ইতিহাস কি কারবালার ঘটনার চেয়ে কোন দিক থেকে কম গুরুত্বের দাবীদার?

তবে হ্যাঁ, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনুপম ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শকে আঁকড়ে থাকা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এরশাদ করেছেন– 'তারা উভয়ই জান্নাতে যুব সম্প্রদায়ের সর্দার হবেন।' (১)

(১) তিরমিযী শরীফ, খণ্ড - ২, পৃষ্ঠা - ২১৮

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র এই হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করি এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে যথার্থ চেষ্টা চালাই, তবে আজকের দিকভ্রান্ত যুব সমাজের জন্য বিরাট দিক-নির্দেশনা খোঁজে পাব । কেননা অনেক যুবক ভাইদের মুখে আজকাল এ কথা বলতে শুনা যায় যে, 'ইসলাম যুব সমাজের সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়নি।' প্রকৃত অর্থে ইসলাম সম্পর্কে এটা তাদের ভুল ধারণা। ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন না করে তারা নিজেরা ভ্রান্ত ধারণা লালন করছে।

ইসলামের জন্য হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন, তা এক নজীরবিহীন অধ্যায়। আজ শুধু আমরা মুখে মুখে চর্চা করে বেড়াই যে, হযরত হাসান ও হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' আমাদের সর্দার। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এর কতটুকু বাস্তবতা আমরা রক্ষা করে চলতে পেরেছি? বলতে গেলে কোন ক্ষেত্রেই আমরা তাঁদের অনুসরণ করতে পারছিনা। তাঁদেরকে সর্দার হিসাবে গ্রহণ করার দাবীর মূল্যায়ন শুধুমাত্র তখনই হবে, যখন আমরা পৃথিবীর বুকেও তাঁদের অনুসৃত নীতির পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারব ।

যুব সমাজ যদি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আত্মত্যাগী প্রেরণা নিয়ে নিজেদের খোদার রাহে উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে, নিজেদের বুকের তাজা রক্ত বিসর্জন দিয়ে তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে দুর্লংঘ বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে এ যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে তাই হবে তাদের জন্য হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শাহাদাতের সঠিক মূল্যায়ন, তবেই হবে এর যথার্থ মূল্য প্রদান। যুব সমাজের জন্য এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি হতে পারে?

আশুরার শিক্ষা তো এই নয় যে, দশ-ই মুহররম আসার সাথে সাথে ইসলামী আইন কানূনের প্রতি কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে পর্দাহীন অবস্থায় নারী পুরুষ একত্রে মাতম– মর্সিয়া করা, গান-বাজনা বাজিয়ে জনগণ থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করা, তাজিয়া মিছিল বের করে ভক্তি প্রদর্শন করা, এবং কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে এ দিনটিকে উদ্‌যাপন করা

আশুরার এই পবিত্র দিনটিকে এমনি ভিত্তিহীন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে উদযাপন করা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনেরই নামান্তর হবে। উপরন্তু আমাদের এ ব্যবহারে কারবালার ময়দানে তাঁর শহীদী আত্মা শুধু কষ্টই পাবে।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র গৌরবদীপ্ত আত্মদান নিঃসন্দেহে পরবর্তীদের জন্য দিক-নির্দেশনার মাইলষ্টোন হিসেবে এক অম্লান চিরন্তন আলোক বর্তিকার কাজ করবে। এই ত্যাগ ও আত্মদানের আদর্শ যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে প্রেরণা যুগিয়ে আসছে, আসবে। সেই অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর অনুসৃত নীতি ও আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও 'আদ্‌ল-ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগের জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। এ প্রসংগে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালা কে বাদ।' প্রত্যেক কারবালার পর ইসালাম নবজীবন লাভ করে।
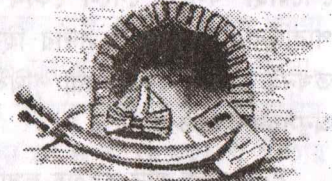
খেলাফতের মাসনাদে ইয়াযীদ

হযরত হুসাইনের বিরোধিতা

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তাঁর খেলাফতের ক্রান্তিলগ্নে এসে এ কথা তীব্রভাবে অনুধাবন করতে পারলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি খুবই নাজুক। চতুর্দিকে ফেতনার সায়লাবে পরিবেশ ক্রমেই অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বত্রই হতাশা ও নিরাশার থাবা বিস্তার করছে। মুসলমানদের ভিতর নেতৃত্বের প্রশ্নে বহু দ্বিধা-বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছে। তাই তিনি ইসলামী খেলাফতকে ভবিষ্যত হুমকীর কবল থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে এবং মুসলমানদেরকে আপসে পুনরায় রক্তের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করার মানসে একটি সুচিন্তিত সমাধান খুঁজে বের করে যাওয়া আপন কর্তব্য মনে করলেন।

তিনি তাঁর একান্ত সহযোগী ও সচিবদের নিয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাদের অনেকেই তাঁর সুযোগ্য সন্তান ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা

হিসেবে নিয়োগ করার অভিমত ব্যক্ত করলেন। অন্যদিকে কূফা থেকেও একটি প্রতিনিধিদল হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট এ প্রস্তাব নিয়ে আগমন করল– 'কূফাবাসীর হয়ে আমরা প্রস্তাব পেশ করছি যে, আপনি আপনার মৃত্যুর পর ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করে যাবেন।'

নিজের ছেলে ইয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'রও প্রথম দিকে কিছুটা সংশয় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াযীদকে খলীফা মনোনীত করার বিভিন্ন প্রস্তাব আসা অব্যাহত থাকায়, তিনি সংশয় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন এবং ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাঁকে স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের দোষে বিক্ষত করার সামান্যতম অবকাশ বা ক্ষীণতম সম্ভাবনাও থাকতে পারে না। কারণ ইতিপূর্বে ইয়াযীদের চরিত্রে কলংক লেপনের মত কোন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সার্বিক যোগ্যতাও তার মাঝে ছিল পুরো মাত্রায় বিদ্যমান।

পরিস্থিতির সর্বদিক লক্ষ্য রেখে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইসলামী রাষ্ট্রের সকল গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, এখন থেকেই যেন সর্বসাধারণ থেকে ইয়াযীদের নামে বাই'আত নেয়া হয়। নির্দেশ মুতাবেক সিরিয়া, ইরাক, কূফা এবং বসরার গভর্ণরগণ ইয়াযীদের নামে বাই'আত নিতে শুরু করলেন। (১)

ইতিমধ্যে এ কথা সর্বত্র প্রচার হয়ে গেল যে, ইয়াযীদকে সবাই খলীফা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন শুধুমাত্র হিযাযের মুসলমানদের স্বীকৃতি বাকী। তাই হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কা ও মদীনার গভর্ণরদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করলেন, জনগণ থেকে ইয়াযীদের নামে বাই'আত নেয়ার জন্য। মক্কা এবং মদীনায় যখন ইয়াযীদের বাইয়া'তের কথা ঘোষণা করা হল, তখন সর্বসাধারণের মাঝে বিরূপ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হল। কারণ তাদের ধারণা ছিল হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পর

১। আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৪৯-২৫০-২৫১
শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ১১-১২

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'ই হলেন সর্বদিক থেকে খলীফা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি। তাই তারা ইয়াযীদের নামে বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকল। তারা হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমে'র ন্যায় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের মতামতের অপেক্ষায় রইল।

মদীনার গভর্ণর পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরে সকলকে একত্রিত করে এক ভাষণ দিয়ে ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'সহ সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'আমরা ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। সর্বসাধারণ যাকে খলীফা মনোনয়ন করবে, আমরা কেবল তার হাতেই বাই'আত গ্রহণ করব। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হোক এটা আমরা কখনও মেনে নিতে পরি না।'

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে যখন এ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো হল, তখন তিনি নিজে মদীনায় আগমন করে তাঁদেরকে এ বিষয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টাও ফলপ্রসু হল না। সকলেই তাঁর বিরোধিতা করলেন।

অতঃপর হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'র নিকট গেলেন। হযরত আয়েশা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা' প্রথমে তাঁকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করে বললেন– 'আমি শুনেছি আপনি তাঁদের থেকে জোরপূর্বক ইয়াযীদের স্বীকৃতি নিতে চান এবং তাঁদের নাকি হত্যার হুমকী দিচ্ছেন'?

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'এসব ভিত্তিহীন সংবাদ। তাঁরা সবাই আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের আমি আন্তরিকভাবেই শ্রদ্ধার চোখে দেখি। তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা আমি আমার স্বীয় কর্তব্য বলে মনে করি। তবে কথা হল যে, 'শাম ও ইরাকসহ ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ ইয়াযীদের বাই'আতের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। তার খেলাফত

সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। এখন বাকী শুধু এই কয়জন ব্যক্তি। তাঁরাই শুধু বিরোধিতা করছেন।'

হযরত আয়েশা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা' বললেন– 'এ ব্যাপারে আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝেন। তবে আমার পরামর্শ হল, আপনি তাঁদের সাথে জোর-জবরদস্তিমূলক কোন আচরণ করতে যাবেন না। নম্র, ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝাতে চেষ্টা করবেন।'

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত আয়েশা 'রাযিয়াল্লাহু আনহা'র এ পরামর্শ মেনে চলবেন বলে আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন। (১)

এদিকে হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মদীনায় অবস্থানের দ্বারা অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাঁদের উপর বল প্রয়োগ করা হবে। এ আশংকায় উভয়ই স্ব-পরিবারে মদীনা থেকে মক্কায় চলে গেলেন। এ ছাড়া অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে তখন মক্কায় অবস্থান করছেন।

বেশকিছু দিন মদীনায় অবস্থান করার পর হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'ও হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে হাজির হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'কে পৃথক পৃথকভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাঁদেরকে রাজী করানো যাচ্ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'আপনার পূর্বে যাঁরা খলীফা ছিলেন, তাঁদেরও অনেক যোগ্য সন্তানাদি ছিল। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তারা ইয়াযীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিল, তবুও তাঁরা তাঁদের সন্তানদের এ দায়িত্বে বহাল করেননি। তাঁরা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলাফতের দায়িত্ব অন্যের হাতে অর্পণ করে গেছেন। অথচ আপনি আপনার সন্তানের জন্য এ কাজটি করে যাচ্ছেন।'

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৫১-২৫২

এমনিভাবে প্রত্যেকের সাথে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মতবিনিময় হয় এবং সকলেই ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন।

সর্বোপরি হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা' সহ আরও কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরামর্শ দেন– 'আপনি আমাদেরকে ইয়াযীদের হাতে বাই'আতের জন্য বল প্রয়োগ করবেন না। আমরা আপনার নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি; তার যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের সাথে আপনার অন্য কোন বিরোধ নেই।' প্রস্তাব তিনটি হলঃ

একঃ খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র নীতি অনুসরণ করুন। অর্থাৎ আপনি কাউকে মনোনীত না করে সাধারণ মুসলমানদের উপর এ দায়িত্বভার ছেড়ে দিন। তারা যাকে ভাল মনে করেন, তিনিই মনোনীত হবেন সকলের 'আমীরুল মু'মিনীন।'

দুইঃ আপনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পন্থা অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি এমন এক ব্যক্তির নাম পেশ করুন, যার সাথে আপনার বংশের কোন সম্পর্ক থাকবে না, থাকবে না আপনার আত্মীয়তার কোন বন্ধন এবং এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তার মাঝে পাওয়া যাবে।

তিনঃ আপনি ফারুকে আ'যম হযরত ওমর 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পদ্ধতি অবলম্বন করুন। অর্থাৎ আপনি ছয়জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্বের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে যান, তাঁরাই নির্দ্ধারণ করবেন পরবর্তী খলীফা কে হবেন। এ ছাড়া চতুর্থ আর কোন প্রস্তাব আমরা মানতে রাজী নই।'

কিন্তু হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' তদুত্তরে বললেন– 'সারা মুসলিম বিশ্ব ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছে। এখন আপনাদের এ কয়জনের বিরোধিতার পরিণাম মুসলমানদের জন্য আদৌ কল্যাণকর হবে না। এ পরিস্থিতিতে সকলেরই উচিত, ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা।'

হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খেলাফতকালে পরিস্থিতি আর ঘোলাটে হওয়ার সুযোগ পায়নি। মুসলমানদের পরস্পর মতভেদ এড়ানোর জন্য সিরিয়া ও ইরাকের পর মুসলিম জনতার আরও একটি বৃহদাংশ ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনা অধিবাসীগণ বিশেষতঃ হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রইলেন। তাঁরা কারও ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন– 'ইয়াযীদ কোন অবস্থাতেই খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার যোগ্য নয়।'

এই অমীমাংসিত পরিস্থিতির ভিতর হিজরী ৬০ সনে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইন্তেকাল করেন। হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের পর ইয়াযীদ খেলাফতের মাসনাদে সমাসীন হয়। মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইয়াযীদকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করে যান। তার ভিতর একটি ছিল– 'আমার ধারণা হচ্ছে কূফাবাসী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে তোমার প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাবে। যদি তুমি তাঁর সাথে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হও, তবে তাঁর সাথে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করবে না। পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র পবিত্র রক্তের সম্পর্কের কারণে তাঁকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে। কেননা, মুসলমানদের উপর তাঁর দাবী অনেক বেশী।'(১)

১। শহীদে কারবালা (উর্দু) পৃষ্ঠা - ১২-১৭
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৫৯

মক্কার পথে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'

ইয়াযীদ খেলাফতের মাসনাদে বসেই মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ ইবনে উতবার নিকট এই মর্মে পত্র প্রেরণ করল– কালবিলম্ব না করে হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' থেকে খেলাফতের বাই'আত নেয়া হোক। সহজে তাঁরা রাজী না হলে প্রয়োজনবোধে যে কোন পন্থা অবলম্বন করা হোক।'

ইয়াযীদের এই নির্দেশ পেয়ে ওয়ালীদ ইবনে উতবা কর্তব্য স্থীর করতে না পেরে মদীনার ভূতপূর্ব গভর্ণর মারওয়ানের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে দূত পাঠালেন। মারওয়ান ওয়ালীদকে পরামর্শ দিলেন– 'এখনও হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যু সংবাদ মদীনায় ব্যাপকহারে প্রচারিত হয়নি। আমরা সীমিত কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাই যতশীঘ্র সম্ভব সকলকে গভর্ণর হাউজে তলব করে বাই'আতের জন্য অনুরোধ করা হোক। যদি তারা বাই'আত গ্রহণ করেন, তবে তো আর কোন সমস্যাই থাকে না। আর যদি বাই'আত করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন সময় নষ্ট না করে সাথে সাথেই গভর্ণর হাউজের অভ্যন্তরে তাঁদের হত্যা করে ফেলতে হবে।'

মদীনার গভর্ণর তৎক্ষণাৎ হযরত হুসাইন ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'কে গভর্ণর হাউজে ডেকে আনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে আমরকে প্রেরণ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর উভয়কে মসজিদে নববীতে পেয়ে মদীনার গভর্ণরের নির্দেশের কথা তাঁদের জানালেন। উভয়ই কিছুক্ষণের ভিতর আসছেন বলে তাকে বিদায় করলেন।

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে সম্বোধন করে বললেন–

'এ সময়ে আমাদের গভর্ণর হাউজে তলব করার পিছনে নিশ্চয়ই বিশেষ

কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' স্বীয় প্রজ্ঞা বলে প্রকৃত ঘটনা তখনই অনুধাবন করতে পেরে বললেন–

'নিশ্চয়ই হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইন্তেকাল করেছেন। যে কারণে তারা এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই আমাদের থেকে জোর পূর্বক বাই'আত নিয়ে নিতে চায়।' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কথার সাথে এক মত হলেন, এবং এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়, তার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে বললেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'এ পরিস্থিতিতে গভর্ণর হাউজে একা যাওয়া আমাদের জন্য সমীচিন হবে না বরং কিছু যুবককে গভর্ণর হাউজের সামনে রেখে আমরা ভিতরে যাব। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নেব।'

পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা গভর্ণর হাউজে উপস্থিত হলেন। ঐ সময় ওয়ালীদের পাশে মারওয়ান উপবিষ্ট ছিল। সালামের পর হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' উভয়কে নসীহত করতঃ বললেন– 'ইতিপূর্বে তোমাদের ভিতর মন কষাকষি ছিল, আজ তোমাদের একত্রে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন সবসময় তোমাদের মাঝে সু-সম্পর্ক বজায় রাখেন।'

অতঃপর ওয়ালীদ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে ইয়াযীদের পত্র পেশ করলেন। পত্রে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৃত্যুর সংবাদ এবং তার স্বীয় বাই'আতের আহ্বান লিপিবদ্ধ ছিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের সংবাদে গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করলেন। আর বাই'আতের ব্যাপারে বললেন– 'আমার জন্য নির্জন গোপন কক্ষে বাই'আত করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। বরং আপনি সকলকে একত্রিত করুন। সেখানে আমি উপস্থিত হয়ে যা করার তাই করব।'

ওয়ালীদ ছিলেন একজন প্রশান্ত হৃদয়ের লোক। সব সময় বিশৃংখলা এড়িয়ে চলতে ভালবাসতেন। তিনি হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর এ প্রস্তাবকে সাদরে গ্রহণ করে তাঁকে বিদায় নেয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু মারওয়ান ওয়ালীদের এ কাজে সন্তুষ্ট না হতে পেরে সরাসরি বলে ফেলল–

'হুসাইনকে ('রাযিয়াল্লাহু আনহু') এ মুহূর্তে হাতছাড়া করা ঠিক হচ্ছে না। একবার নাগালের বাইরে চলে গেলে দ্বিতীয়বার আর তাকে হাতের মুঠোতে আনা সম্ভব হবে না। তাই যা করার এখনি সেরে ফেলা উচিত। হুসাইন যদি স্বেচ্ছায় বাই'আত গ্রহণ না করে, তবে তাকে এ মুহূর্তেই হত্যা করে ফেলা উচিত।

মারওয়ানের আচরণে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাকে বললেন–

'তুমি কে! যে আমাকে হত্যার হুমকী দিচ্ছ?' এ কথা বলে তিনি গভর্ণর হাউজ থেকে বের হয়ে আসলেন।

মারওয়ান ওয়ালীদকে ভর্ৎসনা করে বলল– 'তুমি শিকার হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে, এমন সুযোগ কি তুমি দ্বিতীয়বার পাবে মনে কর?'

ওয়ালীদ বলল–

'সারা পৃথিবীর ধন ভাণ্ডারের লোভ দেখিয়েও যদি আমাকে বলা হয় যে, হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে হত্যা করতে হবে। তবে সেই ধনভাণ্ডারের দিকে আমি তাকিয়েও দেখব না। কারণ হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তে যার হাত রঞ্জিত হবে, কিয়ামতের মাঠে সে মুক্তি পাওয়ার আশাও করতে পারে না।' (১)

গভর্ণর হাউজ থেকে বের হয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইয়াযীদকে খলীফাতুল মুসলিমীন হিসাবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এর পরিণামে তাঁকে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।

তাই তিনি মদীনা থেকে মক্কায় হিযরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' পরিস্থিতি ঘোলাটে দেখে ইতিপূর্বেই স্বপরিবারে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। হযরত হুসাইন

---

(১) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (মূলগ্রন্থ) খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৪৭
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা -২৬৪

'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কা যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলে করীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র রওযা মুবারক যিয়ারত করেন এবং আল্লাহ'র দরবারে মুনাজাত করেন। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় নিয়ে স্বপরিবারে মদীনা ত্যাগ করেন।

এই সংবাদ পেয়ে ইয়াযীদ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হল এবং অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগে ওয়ালীদ ইবনে উতবাকে বরখাস্ত করে আমর ইবনে সাঈদকে মদীনার গভর্ণর করে পাঠাল। আর সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ভাই আমর ইবনে যুবায়েরকে। কারণ ইয়াযীদের এ কথা জানা ছিল যে, দু'ভাইয়ের সম্পর্কে বড় ধরনের ফাটল রয়েছে।

অতঃপর নবমনোনীত গভর্ণর আমর ইবনে সাঈদের নির্দেশক্রমে আমর ইবনে যুবায়ের হযরত হুসাইন ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে দুই হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কাভিমুখে যাত্রা করল। মক্কার মত পবিত্র স্থানে এ ধরনের একটি জঘন্য অপরাধ হতে যাচ্ছে দেখে, অনেকে তাদের এ সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেও তারা এ সৎ পরামর্শ গ্রহণ না করে মনগড়া কিছু যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তকেই সময়োচিত ও যথাযথ হিসেবে প্রমাণ করার প্রয়াস পেল।

আমর ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে দুই হাজার সেনাবাহিনীর একটি দল মক্কার নিকটবর্তী এক স্থানে অবস্থান নিল এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট লোক প্রেরণ করে সংবাদ পাঠাল যে, আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য ইয়াযীদ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমি চাই না যে, আমার দ্বারা মক্কার পবিত্র স্থানে রক্তপাত ঘটুক। তাই কাল বিলম্ব না করে আপনি আমার নিকট আত্মসমর্পণ করুন। অন্যথায় যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এদের মুকাবিলা করার জন্য জানবায কিছু যুবক প্রেরণ করলেন। অল্পক্ষণের মাঝেই 'আমরের বাহিনী তাঁদের হাতে পরাজয় বরণ করল।

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কায় আগমন করার পব মদীনার গভর্ণর বেশ কয়েকবার তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার হুমকী দেয়। কিন্তু মক্কার গভর্ণর অতিশয় শরীফ, ভদ্র, নম্র ছিলেন বিধায় রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র কলিজার টুকরার উপর সামান্যতম আঘাত আসুক, তিনি তা কখনো বরদাশ্‌ত করতেন না। যে কারণে মক্কায় তিনি নির্জনে ইবাদাত বন্দেগীর ভিতর অতি সুন্দর নিরাপদ জীবন যাপন করছিলেন। (১)

পরিস্থিতি যাচাইয়ে মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-এর কূফা গমন
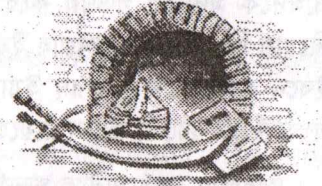
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ইয়াযীদকে নসীহত করে গিয়ে ছিলেন যে, আমার ধারণা কূফাবাসী তোমার মুকাবেলায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে দাঁড় করাবে।' পরবর্তী কালে হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল।

কূফাবাসী যখন হযরত মু'আবিয়া 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র ইন্তেকালের সংবাদ জানতে পারল এবং এ কথাও জানতে পারল যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের 'রাযিয়াল্লাহু আনহুমা'সহ কতিপয় শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তখন তারাও সম্মিলিতভাবে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পত্র প্রেরণ করল যে–

'আমরাও ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে রাজী নই। আপনার মত সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের বর্তমানে আমরা ইয়াযীদকে আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে গ্রহণ করতে সম্মত নই। মেহেরবানী পূর্বক সময় ক্ষেপণ না করে আপনি আমাদের এখানে তাশরীফ নিয়ে আসুন এবং আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ

১। তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ১৫৩-২৫৫
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৬

করুন। আমরা এখানে নেতৃত্ব শূন্যতায় বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছি। আপনি আমাদের এখানে তাশরীফ আনলে আমরা সকলে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীরকে কূফা নগর থেকে বের করে দিব।'

এরপর থেকে একই বিষয়ে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট অনবরত চিঠি আসতে লাগল। তাতে ইয়াযীদ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের স্ববিস্তার বর্ণনা এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে সর্ব প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করার অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ ছিল।

একে একে একশত পঞ্চাশটিরও অধিক পত্র হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হস্তগত হল। এ ছাড়া কয়েকটি প্রতিনিধি দল এসেও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে কূফায় চলে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল। (১)

কূফাবাসীর অগণিত পত্র, তদুপরি বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আন্তরিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' মক্কার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়? সকলেই পরামর্শ দিয়ে বললেন– 'কূফাবাসী ইতিপূর্বেও বহুবার ধোকা দিয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকার কখনও রক্ষা করেনি।'

হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বললেন– 'তারা আমার নিকট শত শত পত্র প্রেরণ করেছে এবং তাদের বহু প্রতিনিধিও আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে, আপনারা কি এই সবকেই মিথ্যা বলতে চান?'

শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে পরামর্শ দিলেন–

'একান্ত যদি সেখানে যেতেই হয়, তবে আগে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানো প্রয়োজন।' এ প্রস্তাব অনুযায়ী হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আপন চাচাত ভাই হযরত 'মুসলিম ইবনে

১। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৫২
আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৬
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৬২-২৬৩

আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে একটি পত্র দিয়ে কূফায় প্রেরণ করলেন। পত্রের বক্তব্য ছিল–

'সালামান্তে, আপনাদের সকলের চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। আপনাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমি আমার বিশ্বস্ত চাচাত ভাই মুসলিম ইবনে আকীল ('রাযিয়াল্লাহু আনহু')-কে আপনাদের নিকট প্রেরণ করলাম। তিনি সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমাকে পত্রের মাধ্যমে অবগত করলেই আমি আপনাদের নিকট চলে আসব।' (ইনশাআল্লাহ)

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' কূফা যাত্রার প্রাক্কালে মদীনায় আগমন করেন এবং নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বিদায় গ্রহণ করে মসজিদে নববীতে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর কূফার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। (১)

হযরত মুসলিম ইবনে আকীল কূফায় পৌছে সর্ব প্রথম 'মুখতার' নামক এক লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকেই স্থানীয় জনগণের মনোভাব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। পরিস্থিতি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র অনুকূল দেখে তিনি কূফাবাসীকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র চিঠি পড়ে শুনালেন। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ পেয়ে তারা যেন আশার আলো দেখতে পেল। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' বেশ কিছুদিন কূফায় অবস্থান করে এ কথা অনুধাবন করতে পারলেন যে, কূফার জনসাধারণ ইয়াযীদকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং তারা হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। তাই তিনি হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে বাই'আত নিতে আরম্ভ করলেন। অল্প কয়েকদিনের ভিতর শুধুমাত্র কূফা থেকেই আঠার হাজার লোক তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করল এবং দিন দিন এই সংখ্যা শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকল।

জনগণের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও গভীর আগ্রহ দেখে হযরত মুসলিম

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৭

ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট এই মর্মে পত্র লিখলেন যে,

'কূফাবাসী আপনার অত্যন্ত অনুগত। পত্র পাওয়া মাত্র আপনি এখানে চলে আসুন। আমার বিশ্বাস আপনি চলে আসার সাথে সাথে কূফার সর্বস্তরের জনগণ আপনার হাতে বাই'আত নিবে এবং এখানে একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।' (১)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। হযরত মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট পত্র প্রেরণ করার পর পরই পরিস্থিতির পট খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করল। ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োজিত কূফার গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীর অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও নবী কারীম 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। নবী বংশের লোকদের তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করতে কখনও তিনি কসুর করতেন না। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে খেলাফতের বাই'আত নিচ্ছেন, তখন তিনি সকলকে একত্রিত করে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ভাষায় এক ভাষণে বললেন–

'হে কূফাবাসী! আমি কারও সাথে যুদ্ধে জড়িত হতে চাই না এবং শুধুমাত্র সন্দেহ ও মিথ্যা অপবাদের উপর ভিত্তি করে কাউকে গ্রেফতার করার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু জেনে রেখ; যদি তোমাদের থেকে কোন প্রকার বিদ্রোহের ভাব অথবা ইয়াযীদের বাই'আত ভংগের প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আমি আল্লাহ'র নামে শপথ করে বলছি, তোমাদের বক্রতা সোজা করতে আমার এই তরবারীই যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত তরবারীর বাট আমার হাতে থাকে, আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।'

নু'মান ইবনে বশীরের ভাষণের পর আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল– 'আপনার সামনে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তাকে

(১) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ২৫২, তারীখে তাবরী খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৫৮, আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৭

নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে আরও কঠোর হতে হবে। কাপুরুষের ন্যায় নম্র ব্যবহারে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না।'

উত্তরে নু'মান ইবনে বশীর বললেন–

'গোনাহ'র কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেকে বীর বাহাদুর প্রমাণ করার চেয়ে আল্লাহ'র আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি আমাকে কাপুরুষ ও দুর্বল মনে হয়, তাতে আমার আপত্তি নেই।'

নু'মান ইবনে বশীরের এ নমনীয়তা দেখে আরও অনেকে ক্ষুব্ধ হল। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিমসহ বেশ কয়েকজন পরামর্শ করে সরাসরি ইয়াযীদের নিকট পত্র প্রেরণ করে কূফায় মসুলিম ইবনে আকীল 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আগমন এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে বাই'আত গ্রহণ ও নু'মান ইবনে বশীরের নমনীয়তা প্রদর্শনের পূর্ণ বৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়ে দিল। (১)
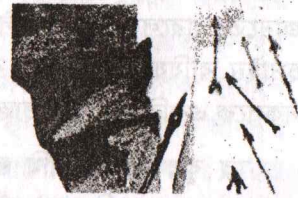
নু'মান ইবনে বশীরের অপসারণ ইবনে যিয়াদের কূফায় আগমন

আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিমের পত্র ইয়াযীদের হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে তার একান্ত সচিবদের নিয়ে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, নু'মান ইবনে বশীরকে গভর্ণরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে 'উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ'কে একই সাথে কূফা এবং বসরার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হোক। ইবনে যিয়াদ পূর্ব থেকে বসরার গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিল।

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ২৬৭,
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৬৪

ইবনে যিয়াদকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করার সাথে সাথে ইয়াযীদ পত্র মারফত তার নিকট নির্দেশ প্রেরণ করল যে, 'এ চিঠি প্রাপ্তির পর কালবিলম্ব না করে কূফায় চলে যাবে এবং মুসলিম ইবনে আকীলকে হত্যা, গ্রেফতার অথবা কূফানগরী থেকে বের করে দিবে।' (১)

ইয়াযীদের পক্ষ থেকে ইবনে যিয়াদ এই নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে বসরা থেকে কূফা যাত্রার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কিন্তু এদিকে ঘটে গেল অন্য এক ঘটনা। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র পক্ষ থেকে বসরাবাসীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র আসল, তাতে লিখা ছিল–

'হে বসরাবাসী! আপনাদের অজানা নয় যে, পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে'র সুন্নাত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ'আতের সায়লাবে সারা দেশ ভেসে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা কুরআন সুন্নাহর সংরক্ষণ করুন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন।'

পত্রটি প্রেরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। তাই সকলেই এর গোপনীয়তার ব্যাপারে সদা সতর্ক ছিল। কিন্তু 'মুনযির ইবনে জারুদ' নামক এক ব্যক্তি পত্র বাহককে স্বয়ং ইবনে যিয়াদের চর মনে করে ইবনে যিয়াদের সামনে হাজির করে দিল। ইবনে যিয়াদ পত্রখানা পাঠ করার সাথে সাথে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। নির্দেশ মুতাবেক তাকে হত্যা করা হল। অতঃপর বসরাবাসীকে একত্রিত করে ইবনে যিয়াদ কঠোর ভাষায় এক ভাষণ দিল–

'যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতায় লিপ্ত হবে, তার জন্য আমি নিজেই ভয়ানক শাস্তি হয়ে দেখা দিব। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সংহতি প্রকাশ করবে, তার জন্য আমি শান্তির বার্তাবাহক।

হে বসরাবাসী! তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে কূফায় যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাঁর নির্দেশ মুতাবেক আমি

(১) তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৫৮

আগামীকাল কূফার পথে যাত্রা করব । আমার অনুপস্থিতিতে আমার ভাই 'উসমান ইবনে যিয়াদ' বসরার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। আমি তোমাদের সতর্ক করে যাচ্ছি, তার নির্দেশের বিপরীত কিছু করার চিন্তাও যেন তোমাদের মস্তিষ্কে উঁকি না দেয়। যদি কারও সম্পর্কে আমার নিকট এ জাতীয় রিপোর্ট আসে,তাহলে মনে করবে দুনিয়ায় তার সময় ফুরিয়ে গেছে এবং শুধু তাই নয়, সাথে সাথে তার পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও হত্যা করা হবে। এমনকি তার বংশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও রেহাই পাবে না। তোমরা ইবনে যিয়াদকে ভাল করেই চিন।' (১)

অতঃপর ইবনে যিয়াদ নিতান্ত সাধারণ বেশে দু'জন অনুচর সঙ্গে নিয়ে কূফার পথে যাত্রা করল। এদিকে কূফার জনসাধারণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আগমনের অপেক্ষায় ছিল। হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র মৌখিক পরিচয় তাদের নিকট থাকলেও তাঁর আদল আকৃতি সম্পর্কে তাদের অধিকাংশই ছিল অজ্ঞ। কেননা ইতিপূর্বে কখনও হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। তাই ইবনে যিয়াদ যখন কূফা নগরীতে এসে পৌছল, তখন তারা তাকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র শুভাগমন ভেবে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করল এবং সকলে সমস্বরে বলতে লাগল- 'আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া ইবনা রাসূলিল্লাহ!'

ইবনে যিয়াদ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে নীরবে কূফাবাসীদের এই আচরণ বরদাশ্‌ত করে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারল যে, সমগ্র কূফার গণরায় হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র দিকে চলে গেছে।

অল্পক্ষণের মাঝে কূফা নগরীতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আগমন করেছেন। তাই জনসাধারণ হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'কে এক নজর দেখার জন্য ভীড় জমাতে শুরু

---

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৮
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড - ৮, পৃষ্ঠা - ১৫২
তারীখে তাবরী, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২৬৫-২৬৬

করল। কূফার গভর্ণর নু'মান ইবনে বশীরের নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি গভর্ণর হাউজের সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। ইবনে যিয়াদ গভর্ণর হাউজের নিকট পৌছে এ দৃশ্য অবলোকন করে আশ্চার্যন্বিত হয়ে গেল। মুহূর্তের ভিতর গভর্ণর হাউজের সামনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল এবং তাদের হট্টগোল ব্যাপক আকার ধারণ করল। নু'মান ইবনে বশীর ইবনে যিয়াদকে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র আগমন ভেবে গভর্ণর হাউজের ভিতর থেকে উচ্চস্বরে বললেন-

'হে রাসূল তনয়! আপনি জেনে রাখুন, ইয়াযীদের পক্ষ থেকে কূফার যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে, তা আমি কখনও আপনার হাতে ন্যস্ত করতে পারব না। তাছাড়া আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত নই। স্বেচ্ছায় আপনি এখান থেকে চলে যান।'

ইবনে যিয়াদ নীরবে কূফাবাসী ও গভর্ণরের ভূমিকা দেখে যাচ্ছিল। অবশেষে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং দরজার খুব নিকটে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল-

'নু'মান! দরজা খোল, আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ। ইয়াযীদের নির্দেশে আমি এখানে এসেছি।'

এ কথা শুনার সাথে সাথে উপস্থিত জনতা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। নু'মান ইবনে বশীর গভর্ণর হাউজের দরজা খুলে দিলে ইবনে যিয়াদ ভিতরে প্রবেশ করল।

নু'মান ইবনে বশীর থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ইবনে যিয়াদ দ্বিতীয় দিন সকালেই কূফাবাসীকে একত্রিত করে এক সুদীর্ঘ ভাষণে বলল-

'আমীরুল মু'মিনীন আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি নির্যাতিত তার উপর যেন ইনসাফ করা হয় এবং যাকে নিজের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার প্রাপ্য যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আদায় করা হয়। আর যে তার আনুগত্য ও অধীনস্ততা স্বীকার করে, তার সাথে যেন ভদ্র ব্যবহার করা হয়, আর যে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে অথবা যাকে এ ধরনের কাজে লিপ্ত বলে ধারণা করা হয়, তার সাথে কঠোর আচরণ করা হয়। তোমরা

ভালোভাবে জেনে রেখ, আমি অবশ্যই আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করব । আমি সঠিক সুন্দর পথে পরিচালিত ব্যক্তিদের জন্য অতি দয়ালু, উদার পিতার চেয়ে দয়ালু এবং আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারকারীদের জন্য আমি এক স্নেহময়ী মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহশীল। আমার উন্মুক্ত তরবারী ও চাবুক চলে শুধু তাদের উপর, যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহের বীজ ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে আমার নির্দেশ অমান্য করে। আমার বিশ্বাস তোমরা জীবনের উপর ঝুঁকি না নিয়ে আনুগত্যের পথই আবলম্বন করবে।'

অতঃপর ইবনে যিয়াদ শহরের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি, নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর নির্দেশ জারী করল যে, কূফানগরীতে যে সকল বিদেশী নাগরিক অবস্থান করছে অথবা যারা ইয়াযীদের বিরোধিতা করছে, তাদের তালিকা প্রণয়ন করে অতি সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করুন। যারা এ তালিকা প্রণয়নে সহযোগিতা করবে, তারা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে, আর যারা এ তালিকা প্রণয়নে অসম্মতি প্রকাশ করবে বা বাধা সৃষ্টি করবে, দোষীদের তালিকায় তাদের নাম উঠবে। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মৃত্যুদণ্ড। আর যারা প্রকাশ্যে ইয়াযীদের বিরোধিতা করবে, তাদেরকে গভর্ণর হাউজের সামনে শূলিতে চড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে।

এদিকে মুসলিম ইবনে আকীল তখনও মুখতারের বাড়ীতে অবস্থান করে হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র নামে বাই'আত গ্রহণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ইবনে যিয়াদের ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হয়ে চিন্তা করলেন– এখানে অবস্থান করা আমার জন্য আর মোটেও সমীচীন হবে না। কূফার অনেকেই এখানে আমার অবস্থানের কথা জানে। তাই তিনি অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে অতি গোপনে বের হয়ে গেলেন এবং হানী ইবনে উরওয়াহ'র বাড়ীতে গিয়ে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। হানী ইবনে উরওয়াহ কূফার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। হানী মুসলিম ইবনে আকীলকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে বললেন–

'আপনি যখন আমার বাড়ী চলেই এসেছেন, তখন একজন মেহমান হিসেবে আপনার আশ্রয় নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব। আমার বাড়ীতেই

আপনার থাকার ব্যবস্থা করছি। মেহমান হয়ে না আসলে আমি আপনাকে আমার বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিতাম। যা' হোক এখন আপনি নির্বিঘ্নেই আমার বাড়ীতে অবস্থান করতে পারেন।' (১)
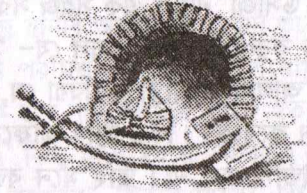
অভিনব কৌশলে মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-কে গ্রেফতার

মুসলিম ইবনে আকীল (রাঃ)-কে গ্রেফতার করার সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, কোন ক্রমেই যখন মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না, রাগে ক্ষোভে ইবনে যিয়াদের তখন দিশাহারা অবস্থা। ক্ষমতার জোরে সফলতার মুখ দেখার আশা ছেড়ে দিয়ে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তখন সে কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সে তার বিশ্বস্ত একজন অনুচরকে 'তিন হাজার' দিরহাম দিয়ে শিখিয়ে দিল 'জন সাধারণের নিকট নিজেকে তুমি একজন মুসাফির হিসেবে পরিচয় দিবে এবং হযরত হুসাইন 'রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জিহাদী তহবিলে এ টাকা জমা দেয়ার কথা বলে মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান চালাবে।'

ইবনে যিয়াদের কথা মত গুপ্তচর তার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিল। দু'তিনজন মানুষকে একত্রে আলাপ করতে দেখলেই নিজেকে মুসাফির জাহির করে শিখিয়ে দেয়া কেচ্ছা শুনাতে আরম্ভ করল। এভাবে চলতে থাকল তার তল্লাশি অভিযান। কিন্তু এ নাজুক পরিস্থিতিতে তাকে বিশ্বাস করার মত এত বড় ঝুঁকি নেয়ার সাহস কারো হল না। সতর্ক প্রতিটি নাগরিকই তাকে সযত্নে এড়িয়ে গেল। মুসলিম ইবনে আকীলের সন্ধান কেউ তাকে দিল না। ইবনে যিয়াদ এ কৌশল ও গুপ্তচরবৃত্তি দ্বারা সফলতার আশা যখন ছেড়েই দিচ্ছিল,

(১) আল-কামেল লি- ইবনে আছীর, খণ্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ২৬৯

অনেক চেষ্টার পরেও সামান্য একটি সূত্রও যখন সে খুঁজে পাচ্ছিল না, গুপ্তচর যখন নৈরাশ্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তেমনি সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই সে সফলতার আলো দেখতে পেল।

সে একদিন কূফার মসজিদে নামায আদায়ের পর 'মুসলিম ইবনে আ'উসাজা' নামক এক সহজ সরল বৃদ্ধের কাছে তার বানোয়াট কাহিনী যখন বড় করুণ আকারে শুনাল যে- 'আমি শাম দেশের একজন বাসিন্দা, আল্লাহ তা'আলার হাজারো শুকরিয়া যে, তিনি আমার অন্তরে নবীর বংশের মুহব্বত দান করেছেন। কিন্তু হ্যায় আফসোস! জীবনে তাঁদের কাউকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হল না। তাই মনে বড় আশা নিয়ে শাম থেকে এসেছি। শুনেছি মুসলিম ইবনে আকীল নাকি এখানে হযরত হুসাইনের পক্ষ থেকে বাই'আত নিচ্ছেন। একান্ত খাহেশ থাকা সত্বেও অনেক তল্লাশি চালানোর পরও আমি আজ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পেলাম না। সন্ধান পেলে তাঁর হাতে বাই'আত নিয়ে এ তিন হাজার দিরহাম হযরত হুসাইনের জেহাদী তহবিলে দান করে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। শুনেছি, আপনি তাঁর সন্ধান জানেন! তাই বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন। আর যদি আমার ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে না পারেন, তবে আপনি নিজে তাঁর পক্ষ থেকে আমার বাই'আত গ্রহণ করুন। আর এই তিন হাজার দিরহাম তাঁর জেহাদী ফাণ্ডে দিয়ে দিবেন। এতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব ।

মুসলিম ইবনে আ'উসাজা তার এ সুনিপূন অভিনয় বুঝতে না পেরে বললেন- 'আপনার সাক্ষাতে আমিও আনন্দ বোধ করছি। ইনশাআল্লাহ আপনার অন্তরের ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা নবী বংশের অনেক খেদমত নিবেন।' তদুপরি তিনি মনে মনে ভয় পেলেন যে, মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে আমার সম্পর্কের কথা এ লোক যখন জানে, তবে আরো লোক একথা জানার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি তাই হয় তবে আর উপায় থাকবে না, সর্বনাশ হয়ে যাবে! ইত্যাদি আশংকার কারণে তিনি তাকে সেদিনকার মত মুসলিম ইবনে আকীলের নিকট না নিয়ে তার কাছ থেকে শপথ নিলেন যে- 'এ সংবাদ আর কাউকে জানানো যাবে না, দু' জনের মাঝেই সীমিত রাখতে হবে।' এরপর থেকে সে মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশায় প্রতিনিয়ত তার কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল।

ঘটনা চক্রে হানী ইবনে উরওয়াহ (যার ঘরে হযরত মুসলিম ইবনে আকীল আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কূফার নিয়ম ছিল, প্রভাবশালী বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে স্বয়ং গভর্ণর এসে তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যেত । ইবনে যিয়াদ হানীর অসুস্থতার সংবাদ শুনে তার বাড়ীতে আসল। তখন তার কিছু সাথী পরামর্শ দিল- 'এমন সুযোগ পেয়ে দুশমনকে হাত ছাড়া করা কিছুতেই ঠিক হবে না, এখানেই তাকে হত্যা করা না হলে, আর হয়ত সুযোগ আসবে না।' কিন্তু হানী ইবনে উরওয়াহ্'র মানবতাবোধ ছিল অনেক উচুমানের। তিনি বললেন- 'ইবনে যিয়াদ এখন আমার মেহমান। মেহমানের সাথে আমি অন্ততঃ এ ধরণের জঘন্য আচরণ করতে পারব না। ইসলাম এমন হত্যাকে শুধু ঘৃণাই করে।' হানীকে দেখে ইবনে যিয়াদ চলে গেল। কিন্তু মুসলিম ইবনে আকীল যে, হানীর বাড়ীতে, তারই এত কাছাকাছি অবস্থান করছেন, ঘুণাক্ষরেও তা সে টের পেল না।

এদিকে ইবনে যিয়াদের গুপ্তচর বার বার মুসলিম ইবনে আ'উসাজার নিকট এসে নবী বংশের প্রতি তার ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করে পীড়াপীড়ি শুরু করল যে- 'একবারের জন্যে হলেও মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তাহলে আমার প্রাণ জুড়ায়।' তার অন্তরে নবী বংশের প্রতি বিপুল প্রেম ও মুহাব্বত লক্ষ্য করে তিনি তাকে মুসলিম ইবনে আকীলের কাছে নিয়ে যেতে আর সংশয় প্রকাশের কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে তিনি তাকে নিয়ে গেলেন। সে মুসলিম ইবনে আকীলের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে জেহাদী তহবিলে তিন হাজার দিরহাম জমা দিয়ে দিল শুধু বিশ্বাস অর্জনের জন্য।

অতঃপর প্রতিদিন এখানে তার যাতায়াত অব্যাহত থাকল। আসা যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ভিতরের যাবতীয় গোপন তথ্য অতি সন্তর্পনে ইবনে যিয়াদের নিকট সরবরাহ করতে থাকল। সব জানার পর খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইবনে যিয়াদ হানীকে গভর্ণর হাউজে ডেকে পাঠাল। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই হানী বুঝে ফেললেন যে, ইবনে যিয়াদ তাকে কি জন্য

তলব করেছে। যেভাবেই হোক সে সমস্ত খবর জেনে ফেলেছে। বিকল্প কোন উপায় না দেখে অগত্যা তিনি গভর্ণর হাউজে উপস্থিত হলেন।

উপস্থিত হওয়ার পর ইবনে যিয়াদ হানীকে প্রশ্ন করল– 'মুসলিম ইবনে আকীল আপনার বাড়ী অবস্থান করে আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন, আর আপনি আশ্রয় দিয়ে তার সহযোগিতা করছেন?' প্রথমে তিনি পুরো ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করলেন। অনেক চাপাচাপির পরও যখন তিনি কোনক্রমেই স্বীকার করলেন না, ইবনে যিয়াদ তখন সেই গুপ্তচরকে হাজির করলে সে সবার সামনে ঘটনার পুরো বিবরণ তুলে ধরল। তখন আর হানীর পক্ষে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকল না।

তিনি বললেন– 'মুসলিম ইবনে আকীলকে আমি আমার বাড়ীতে দাওয়াত দিয়ে আনিনি। আর তার কর্ম তৎপরতা সম্পর্কেও আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হঠাৎ একদিন তিনি আমার বাড়ী এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। একজন মেহমানের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। আর মেহমান হিসাবে তার নিরাপত্তার সমস্ত দিক আমাকেই বিবেচনার সাথে সামলাতে হয়েছে। একান্ত অপারগ হয়েই আমি তাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছি। তবে কথা দিচ্ছি, আপনি যদি বলেন, এখান থেকে গিয়েই আমি তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেব।'

ইবনে যিয়াদ বলল– 'এ হয় না। তাকে আমার হাতে তুলে দিন। হানী বলল– 'মেহমানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার মত জঘণ্য কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' হানীর এ ব্যবহারে ইবনে যিয়াদ খুবই ক্ষুব্ধ হল। উপস্থিত লোকদের মাঝে এক ব্যক্তি হানীকে পৃথকভাবে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করল যে– 'এ পরিস্থিতিতে মুসলিম ইবনে আকীলকে ইবনে যিয়াদের হাতে সোপর্দ না করলে তোমার মৃত্যু কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নিজের জীবনকে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে, তুমি বরং ইবনে যিয়াদের কথা শুন। মুসলিম ইবনে আকীলকে তার হাতে তুলে দাও।'

হানী বললেন– 'নিজের মেহমানকে দুশমনের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? আল্লাহ'র শপথ! এ ব্যাপারে যদি একজন লোকও আমার পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার আশ্বাস না দেয়, তবুও আমি

মেহমানকে দুশমনের হাতে তুলে দিব না। জীবন থাকতে না।'

এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদ আর স্থীর থাকতে পারল না। সাথীদের নিয়ে সে চড়াও হল হানীর উপর। আঘাতে আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করে ফেলল। এক পর্যায় হানীর নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল। কিন্তু শুধু এতেই ইবনে যিয়াদের রাগ ঠাণ্ডা হল না। উপরন্তু সে হানীকে এই বলে হুমকী প্রদর্শন করল– 'এই মুহূর্তে তুমি যদি মুসলিমকে আমার হাতে তুলে না দাও, তবে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।'

হানী বললেন– 'আমার হত্যার পরিণামকে এত সহজভাবে নিয়ো না। জেনে রেখ, আমাকে হত্যা করলে তোমার গভর্ণর হাউজে রক্তের স্রোত বয়ে যাবে।' হানীর এই উত্তরে ইবনে যিয়াদের ক্রোধ আরো চরমে উঠল। ক্রোধে উম্মত্ত হয়ে সে হানীর উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও তীব্রতর করল।

এদিকে কূফা নগরীতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, হানীকে হত্যা করা হয়েছে। 'মোযাহ্হাজ' গোত্র যখন এ সংবাদ শুনল, তখন তারা গোত্রের যুবকদের নিয়ে গভর্ণর হাউজ ঘেরাও করে ফেলল।

ইবনে যিয়াদ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কূফার বিচারপতিকে ডেকে এ কথা বলে দিল যে– 'আপনি জনতার সামনে গিয়ে বলুন যে, হানী গভর্ণর হাউজে সহীহ-সালামতেই আছে। তার কোন ক্ষতি হয়নি।' বিচারপতি যেন অন্য কোন কথা বলতে না পারে, তাই তার সাথে একজন লোক দিয়ে দিল। ইবনে যিয়াদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাদের একথা জানিয়ে দিলেন। বিচারপতির কথা শুনে জনতা শান্ত হল এবং নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

'হানী ইবনে উরওয়াহ্'র হত্যা এবং মুযাহ্হাজ গোত্রের ইবনে যিয়াদের গভর্ণর হাউজ ঘেরাও'– এর সংবাদ যখন মুসলিম ইবনে আকীলের নিকট পৌছল, তখন তিনি ইবনে যিয়াদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চার হাজার লোক অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং ক্রমেই তার সংখ্যা শুধু বৃদ্ধিই পেতে থাকল।

মুসলিম ইবনে আকীল এই বিরাট বাহিনী নিয়ে গভর্ণর হাউজের দিকে

অগ্রসর হতে লাগলেন। ইবনে যিয়াদ কোন গত্যান্তর না দেখে গভর্ণর হাউজের সকল দরজা বন্ধ করে দিল। মুসলিম ইবনে আকীল তাঁর বাহিনী নিয়ে গভর্ণর হাউজ ঘেরাও করে ফেললেন। গভর্ণর হাউজের আশ পাশের মসজিদ এবং বাজারগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করল। এ সময় গভর্ণর হাউজে মাত্র ত্রিশজন সাধারণ সৈনিক এবং কতিপয় গোত্রের বিশজন শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাচ্ছে দেখে ইবনে যিয়াদ কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এ বিদ্রোহ দমন করার জন্য মনোনয়ন করল। বিদ্রোহী গোত্র সমূহের লোকদের উপর যাদের প্রভাব রয়েছে, যাদের কথায় তারা উঠে বসে, ইবনে যিয়াদ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল– 'আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের, টাকা পয়সা, ক্ষমতার লোভ, অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে, যাকে যেভাবে সম্ভব মুসলিম ইবনে আকীলের দল থেকে পৃথক করে দিন।'

ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবেক তারা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে এ ষড়যন্ত্র আনজাম দিতে অগ্রসর হল। বিভিন্ন গোত্রের লোকজন তাদের নেতৃবৃন্দের প্রবঞ্চনায় জড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। মহিলারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যার যার আত্মীয়-স্বজনদের ফিরিয়ে নিতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত মুসলিম ইবনে আকীলের সাথে মাত্র ত্রিশজন লোক অবশিষ্ট রইল।

পরিস্থিতির নাজুকতা অনুধাবন করে মুসলিম ইবনে আকীল খুব মর্মাহত মন নিয়ে স্থান পরিবর্তন করে অবশিষ্ট ত্রিশজনের কাফেলা নিয়েই 'কিন্দা' নামক ফটকের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তাকিয়ে দেখলেন যে, তিনি একাই শুধু রয়েছেন। আর একটি প্রাণীও তাঁর সাথে নেই। অবস্থা বেগতিক দেখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তিনি একটি আশ্রয়ের খোঁজে কূফার অলিতে গলিতে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। অবশেষে কিন্দার 'জাওয়াহ' নামক এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন।

'বিলাল' নামে বৃদ্ধার এক যুবক ছেলে ঐ বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ছেলের অপেক্ষাতেই সে বারান্দায় বসেছিল। মুসলিম ইবনে আকীল এ বাড়ীতে প্রবেশ করে বৃদ্ধার নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানি চাইলেন। মহিলাটি ঘরের ভিতর থেকে এক গ্লাস পানি এনে দিল। পানি পান করে তিনি ওখানেই বসে থাকলেন। তাকে না উঠতে দেখে মহিলাটি বলল– 'পানি চেয়েছেন, দিয়েছি। এখন নিজের বাড়ী যান।' মুসলিম তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। এভাবে পরপর তিনবার মহিলাটি একই প্রশ্ন করেও যখন কোন উত্তর পেল না, তখন সে কঠোর ভাষায় বলল– 'আপনি এখন, এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান।'

এখন আর নিশ্চুপ থাকা মুসলিম ইবনে আকীল সমীচীন মনে করলেন না। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তিনি বললেন– 'মা! এই নগরীতে না আমার কোন ঘর বাড়ী আছে, না আছে কোন আত্মীয়-স্বজন। আমার নাম মুসলিম ইবনে আকীল। আপনি কি আমাকে আপনার ঘরে একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কূফাবাসী আমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছে।' মুসলিমের এই করুণ অবস্থা দর্শনে মহিলাটির হৃদয় নরম হয়ে গেল। সে মুসলিমকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিল এবং রাতের খানা এনে তাঁর সামনে হাজির করল। কিন্তু তিনি এক লোকমাও মুখে দিতে পারলেন না। এমন সময় বৃদ্ধার ছেলে বিলাল বাড়ী আসল। মাকে বার বার ঘরের ভিতর যেতে দেখে বিলাল প্রশ্ন করল– 'মা ও ঘরে কে?' বৃদ্ধা প্রথমে ব্যাপারটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত এই শর্তের উপর বলতে বাধ্য হল যে, সে এই সংবাদ কাউকে জানাতে পারবে না। (১)

১। আল-কামেল লি-ইবনে আছীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৬৯-২৭২
আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৫৩-১৫৫
তারীখে তাবরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬৯-২৮৮